জাতীয় শোকের মাস আগস্ট ২০২২-এ ভাইস-চ্যান্সেলর প্রদত্ত শোকবার্তা

বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শোকাবহ একটি দিন। এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আন্তর্জাতিক কুচক্রি মহলের সহযোগিতায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইতিহাসের মহানায়ক, শত সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করেছে বাংলার মহিয়সী নারী, জাতির পিতার প্রিয় সহধর্মিনী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের চালিকাশক্তি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, জাতির পিতার প্রিয় সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এ জঘন্যতম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির ভাস্বর, চির প্রবাহমান থাকবে। ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি আদায়, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর একান্তই নিজস্ব চিন্তার ফসল ৬ দফার আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সকল গণতান্ত্রিক ও স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির মনের মনিকোঠায় তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন জাতির পিতা হিসেবে। তারই সুবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেছিলেন **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে, ২৬ মার্চের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভুত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাঁরই রক্ত আর

আদর্শের উত্তরসুরি দেশরত্ন শেখ হাসিনার মেধা, প্রজ্ঞা, দুরদর্শীতা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে উজ্জ্বল করেছে সারাবিশ্বে। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর বুকে সম্মানজনক রাষ্ট্র। উপরন্তু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ডামাডোলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সারাবিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহ যখন হিমশিম খাচ্ছে সেই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেই মন্দা মোকাবেলায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একটি অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারির প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার লক্ষ্যে তাঁর ঘোষিত সকল কর্মসূচি ও সদয় নির্দেশনা সুচারুরুপে প্রতিপালন করি।

পরিশেষে আমি বলতে চাই আমরা সকলে যদি জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি, তাঁরই রক্ত আর আদর্শের উত্তরসুরী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি তাহলেই জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের সার্থক হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

প্রশাসনিক ভবন
১ আগস্ট ২০২২

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর